অতীব জরুরি
বিশেষ বাহক/ ফ্যাক্স/ই-মেইল মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৩৩.০০.০০০০.১০৯.০৬.০২৫.১৬.২৯৫

তারিখঃ ১৭ বৈশাখ ১৪২৪ / ৩১ মে ২০১৭

বিষয়ঃ- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য গঠিত উপকমিটির প্রথম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪১.১৪.১৪৮(২) সংখ্যক স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য গঠিত উপকমিটির প্রথম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ এক প্রস্থ।

৩১.০৫.২০১৭

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৪০৭।
ই-মেইল: administration-3@mofl.gov.bd

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ- সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার শাখা)।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

১। যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ও NIS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চীফ ইনোভেশন অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব-সাইটে দেয়ার অনুরোধসহ)।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য গঠিত উপকমিটির প্রথম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক) মৎস্য অধিদপ্তরঃ

১.	মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ক্ষতিকর পরিবেশে বসবাসকারী ও ক্ষতিকর প্রজাতির মৎস্য চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
২.	মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১ এর আওতায় নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত মৎস্য খাদ্য উৎপাদন করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে নিবিড় তদারকির মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নিয়মিত মৎস্য খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং তা মৎস্য ও মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর কিনা তা নিশ্চিত করে নিরাপদ মৎস্য খাদ্য মৎস্য চাষীদের কাছে সরবরাহ করে নিরাপদ মাছ উৎপাদন করা হচ্ছে। মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১ এর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৫২৯ টি খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করা হয় যার মধ্যে নন-কমপ্লায়েন্ট নমুনা ছিল ৭০ টি। নন-কমপ্লায়েন্ট নমুনা প্রাপ্ত কারখানা মালিকদের সতর্কীকরণ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২টি কারখানার লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ এর আওতায় ৬৫৮টি অভিযান, ৮৪টি মোবাইল কোর্ট এবং ০৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
৩.	মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি মাছের উৎপাদনে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে এই ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রভাব উৎপাদিত মৎস্যে না থাকায় জনগণকে নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ এর আওতায় ৭২৪টি হ্যাচারি নিবন্ধন, ৪৮৭টি হ্যাচারির নিবন্ধন নবায়ন, ২১৪টি অভিযান এবং ২৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।
৪.	মৎস্য ও মৎস্য পণ্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর আওতায় নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে এবং নিরাপদ মৎস্য পণ্য আমদানী ও রপ্তানী করা হচ্ছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রন কার্যক্রমও এই বিধিমালায় চলমান আছে। এ বিধিমালার আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৭৫টি অভিযান এবং ২৪টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫.৯৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। তাছাড়া এ বিধিমালার আওতায় ৩৫৪১ কেজি চিংড়ি বিনষ্ট করা হয়, ২৩০টি ডিপো/আড়ত ও ১২২টি বরফকল পরিদর্শন এবং কারখানা কর্তৃপক্ষকে ১৪.৩২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ

১.	বাংলাদেশ পশু ও পশুজাতপণ্য সঙ্গনিরোধ আইন,২০০৫ এর মাধ্যমে Transboundary Animal Diseas প্রতিরোধ করার মাধ্যমে নিরাপদ পশুজাত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এই আইনটির বিধি প্রণয়নের কাজ চলছে এবং শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে।
২.	পশুখাদ্য বিধিমালা-২০১৩ এর মাধ্যমে পোল্ট্রি খাদ্যে ও গবাদিপশুর খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ কার্যক্রম চলমান আছে। মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাইলট আকারে সারাদেশে ২৫টি উপজেলায় FAO এর অর্থায়নে নিরাপদ ব্রয়লার উৎপাদনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে পোল্ট্রি খামারীরা এন্টিবায়োটিকমুক্ত নিরাপদ ব্রয়লার মাংস উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে।
৩.	পশু জবাই ও মাংসের মাননিয়ন্ত্রণ আইন,২০১১ এর মাধ্যমে নিরাপদ মাংস সরবরাহ করার নিমিত্তে মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত কার্যক্রম চলমান আছে। জবাইখানাগুলোতে নিয়মিত তদারকি কার্যক্রম চলছে এবং জবাইখানার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট, পোষ্টার বিতরণ অব্যাহত আছে।
৪.	পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮ এর আওতায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুকিপূর্ণ রোগসমূহের প্রভাব কমানোর মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজাত দ্রব্যাদি যেমন মাংস, দুধ, ডিম সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ভেজালমুক্ত প্রাণিসম্পদ দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পশুখাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ ও Slaughter House-এ মাংসের মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট আইনে তফসিলভূক্ত করা হয়েছে।